সমকাল

25 MAY 2017

অস্তিত্বহীন স্কুলে ভুয়া শিক্ষক ভাড়াটে শিক্ষার্থী

■ জাহিদুর রহমান, *হাতিয়া (নোয়াখালী) থেকে ফিরে*

নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ায় 'উত্তর-পশ্চিম গাবতলী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়' নামে একটি স্কুল ছিল। তৃতীয় ধাপে জাতীয়করণের সুপারিশে উপজেলা শিক্ষা অফিসের চূড়ান্ত তালিকায় স্কুলটির নাম রয়েছে। এর মধ্যে স্কুলটির নামের সঙ্গে 'অমি' যুক্ত করে নতুন করে একটি স্কুলকে জাতীয়করণের সুপারিশ করা হয়। বাদ দেওয়া হয় আগের শিক্ষকদের। অস্তিত্বহীন স্কুলটির বিরুদ্ধে ২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর উত্তর-পশ্চিম গাবতলী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষক প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীর কাছে চিঠি দেন।

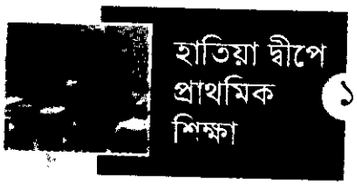

হাতিয়া দ্বীপে প্রাথমিক শিক্ষা ১

চলতি বছর তড়িঘড়ি করে স্থানীয় একটি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে স্কুলটির ক্লাস চালু করা হয়। তবে নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষার্থী। অন্যদিকে, জাতীয়করণের সুপারিশে থাকা ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত উত্তর-পশ্চিম গাবতলী স্কুলটির বর্তমানে কোনো অস্তিত্ব নেই।

এ বিদ্যালয় থেকে ২০১৫ সালে সমাপনী পরীক্ষায় ৯ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। ওই ৯ শিক্ষার্থীকে আবার একই বছর 'উত্তর-পশ্চিম গাবতলী অমি স্কুল' থেকেও উত্তীর্ণ দেখানো হয়েছে। স্কুলটি জাতীয়করণের জন্য পাঠানো প্রতিবেদনে স্কুলটির যে চারজন শিক্ষকের নাম দেওয়া হয়েছে, তারা বিভিন্ন এনজিও বা বেসরকারি

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

অস্তিত্বহীন স্কুলে ভুয়া শিক্ষক

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

কোম্পানিতে কর্মরত। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় একটি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য বলেন, 'একটি স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে দুটি স্কুল থেকে পাস করার ঘটনা ঘটছে। আবার পরীক্ষা না দিয়েও পাস করার নজির আছে। নামসর্বস্ব প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণের জন্যই এই অনিয়মের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক বলেন, 'যুগ যুগ ধরে যারা স্কুলে ক্লাস নিচ্ছেন, তাদের বাদ দিয়ে রাতারাতি শিক্ষক সাজিয়ে নতুন ফাইল তৈরি করে জাতীয়করণের জন্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হচ্ছে। বিনিময়ে চলছে লাখ লাখ টাকার ঘুষবাণিজ্য।'

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০০৪ সালের ১৬ আগস্ট জনতাবাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক ও ২০০৯ সালের ১২ নভেম্বর একই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতি পান মুক্তা বেগম। কিন্তু জাতীয়করণের তালিকায় মুক্তা বেগমকে বাদ দিয়ে সেলিম উদ্দিন নামে একজনকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দেখানো হয়। সেলিম কখনই স্কুলে আসেননি। তিনি একটি এনজিওতে চাকরি করেন। এর আগে তিনি চট্টগ্রামের একটি গার্মেন্টে চাকরি করতেন। মুক্তা বেগম বলেন, 'উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা ভবরঞ্জন দাস টাকা খেয়ে এ কাজ করেছেন। উপজেলা শিক্ষা অফিসকে লিখিতভাবে জানালেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পরে জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ করলে তিনি তদন্তের নির্দেশ দেন।'

এ বিষয়ে উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা ভবরঞ্জন দাস বলেন, 'বিষয়টির সঙ্গে আমি জড়িত নই। স্কুল ম্যানেজিং কমিটিই যে কাউকে নিয়োগ দিতে পারে।'

একই অবস্থা বাংলাবাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। আবুল হাশেম ২০০৪ সাল থেকে স্কুলটিতে পাঠদান করে আসছেন। ওই সময় থেকে সহকারী শিক্ষক হিসেবে পাঠদান করে আসছেন শাহেনা আক্তার, নারগিস আক্তার ও রিনা আক্তার। ২০১৫ সালেও আবুল হাশেম প্রধান শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র ও সনদপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। ২০১৪ সালে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন সিদ্দিকী সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রতিবেদনে তাকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অথচ তৃতীয় ধাপে জাতীয়করণের তালিকায় বিদ্যালয়টিতে শুধু সহকারী শিক্ষক রিনা আক্তারকে রেখে প্রধান শিক্ষকসহ বাকি তিন শিক্ষককে বাদ দিয়ে নতুন করে তিন শিক্ষকের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ে পাঠানো উপজেলা শিক্ষা অফিসের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, স্কুলটির বর্তমান প্রধান শিক্ষক জসিম উদ্দিন। যিনি অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। এ ছাড়া শাহেনা আক্তার ও নারগিস আক্তারকে বাদ দিয়ে শাহীন আরা বেগম ও লাইলা বেগম নামে দু'জনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাদের যোগদানও দেখানো হয়েছে ২০০৪ সালে।

নলেরচর ভূমিহীন বাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েরও একই অবস্থা। এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মেরিনা আক্তার। এ বছর তাকে শিক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র না দিয়ে অন্য একজনকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে প্রবেশপত্র দেওয়ার চেষ্টা করলে তিনি জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ করেন। জেলা প্রশাসক বিষয়টি দেখার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) নির্দেশ দেন। একই চরের আজিমনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্কুল কমিটির পক্ষ থেকে নিয়োগ পেয়ে পাঠদান কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য নূর নাহার বেগম, রাশেদ উদ্দিনসহ ৪ জন। কিন্তু তাদের নাম বাদ দিয়ে অন্বেষা দাস নামে একজনকে প্রধান শিক্ষক বানিয়ে ফাইল চূড়ান্ত করা হয়েছে। এভাবে অন্তত ১০টি বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের বাদ দিয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

২০১৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর সংসদ সদস্যের দুই পাতার যে ডিও লেটারে শিক্ষামন্ত্রী স্বাক্ষর করেন, সেখানে ৩৩টি স্কুলের নাম ছিল। কিন্তু ১৮ ডিসেম্বর মন্ত্রীর স্বাক্ষর করা আরেকটি ডিও লেটারে দেখানো হচ্ছে ৪৯টি বিদ্যালয়ের নাম। এই তালিকা দেখিয়ে প্রতারক চক্র অনেকের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তা ছাড়া এ বছর তৃতীয় ধাপে জাতীয়করণের জন্য সুপারিশকৃত ৩৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র তিনটি ছাড়া একটি বিদ্যালয়ও ২০১২ সালের সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। একই বছর চানন্দী ইউনিয়ন থেকে একটি বিদ্যালয়েরও সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কোনো প্রমাণ না থাকলেও এই ইউনিয়নের ২৪টি বিদ্যালয় তৃতীয় ধাপে জাতীয়করণের জন্য সুপারিশ করেছে উপজেলা শিক্ষা অফিস।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.............................
তারিখ.............................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিনিয়র এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রোগ্রামিং কর্মকর্তা
অবগতি/প্রয়োজনার্থে
স্বাক্ষর